সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩৪৮

WEEKLY BOOKLET: 348

আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ এর লিখিত কিতাব

"নেকীর দাওয়াত" এর একটি অংশের নামকরণ

বনি ইসরাইলের ধ্বংসের কারণ

দ্বীনের দুটি অংশই নষ্ট করে দিলো ১০

ইরাকের মুসলমানদের হৃদয়-বিদারক কাহিনী ১৩

জুমার আগে মসজিদে জুমা হয় না! ১৪

মুহাদ্দিসে আযমের একক প্রচেষ্টা ২২

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এই বিষয়টি "নেকীর দাওয়াত" কিতাবের ৫১৯ থেকে ৫৩৬ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে

বনি ঈসরাইলের ধ্বংসের কারণ

আত্তারের দোয়া: হে মুস্তফার প্রতিপালক! যে ব্যক্তি এই **"বনি ঈসরাইলের ধ্বংসের কারণ"** পুস্তিকাটি পাঠ করে কিংবা শোনে নিবে, তাকে উভয় জগতের সকল ক্ষতি থেকে রক্ষা করো এবং তাকে তার মা বাবাসহ বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফেরদৌসে প্রবেশ নসীব করাও। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দুরুদ শরীফের ফযিলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "হে লোকেরা! নিশ্চয় কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা এবং হিসাব নিকাশ থেকে দ্রুত মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি সেই হবে, যে তোমাদের মধ্যে আমার প্রতি দুনিয়ায় অধিক হারে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে।" (মুসনাদে ফিরদৌস, ৫/২৭৭, হাদীস ৮১৭৫)

আব্বাজানের দ্বীনি পরিবেশে আসাতে ঘরে দ্বীনি পরিবেশ হয়ে গেলো

শুধু যুবকদেরকেই নেকীর দাওয়াত দেয়ায় আগ্রহ কেনো? পরিবারের কর্তা ব্যক্তির উপর মনোযোগ বেশি দেয়া প্রয়োজন, যদি সে আয়ত্বে এসে যায় তবে ঘরে দ্রুততার সহিত দ্বীনি পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে আর পুরো পরিবারে নামায ও সুন্নাতের বাহার আসতে পারে, এই বিষয়টির

www.dawateislami.net

সত্যতা এই মাদানী বাহার থেকে হতে পারে। যেমনটি; পাঞ্জাবের কসুর জেলার তাহসীল পাতাওয়ের এক ইসলামী বোনের বর্ণনার সারমর্ম হলো: সমাজের অন্যসব ঘরের মতো আমাদের ঘরেও টিভিতে সিনেমা, নাটক ও অনেক গুনাহেভরা অনুষ্ঠান দেখা হতো, এমতাবস্থায় ঘরে সুন্নাতে ভরা দ্বীনি পরিবেশ কিভাবে সৃষ্টি হবে! সর্বপ্রথম সৌভাগ্যক্রমে আমার বড় ভাইজান দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হলেন। তিনি আমাদেরকে অনেক বুঝাতেন, প্রায় একক প্রচেষ্টা করতেন কিন্তু কে শুনে কার কথা। ঘরে টিভি থাকার ব্যাপারেও ভাইজান দ্বিধাদ্বন্দ্বে থাকতেন, কেননা ঘরে সুন্নাতে ভরা পরিবেশের পথে এটি বিরাট অন্তরায় ছিলো, তিনি তা বের করতে চাইতেন, কিন্তু কিছুই করতে পারতেন না, কেননা ঘরে আব্বারই হুকুম চলতো। একদিন আমরা ঘরের সবাই রাতে টিভিতে নাটক দেখে তখনই শেষ করলাম, এমন সময় ভাইজান আসলেন এবং তিনি টেপ রেকর্ডারে মাকাতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত সুন্নাতে ভরা বয়ানের একটি ক্যাসেট লাগিয়ে দিলেন। বয়ান করার ধরন খুবই আকর্ষনীয় ছিলো, তাই আমরা তা খুবই মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলাম। এই বয়ানে মুবাল্লিগ যখন টিভির ধ্বংসলীলা বর্ণনা করলেন, তখন আমরা আখিরাত নষ্ট হওয়ার ভয়ে ভীত হয়ে গেলাম, বিশেষকরে আব্বাজান তো ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। যখন বয়ান শেষ হলো তখন আব্বাজান উচ্চস্বরে নিজের সিদ্ধান্ত শুনালেন: এখন থেকে এই ঘরে টিভি চলবে না। পরিবারের সবাই সাথে সাথে ছাদে উঠলো আর টিভি এ্যান্টেনা উপড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলো এবং ঘর থেকে টিভি বের করে দেয়া হলো। কিছুদিন পর ছোট ভাই আব্বুকে আবারো টিভি আনার জন্য বললে তখন আব্বু বজ্র কণ্ঠে বললেন: এই ঘরে

www.dawateislami.net

টিভি থাকবে নয়তো আমি থাকবো। এটা শুনে ভাই "চুপ" হয়ে গেলো। এভাবে দা'ওয়াতে ইসলামীর বরকতে اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমাদের ঘর সিনেমা নাটক ও গান বাজনার ভয়াবহতা থেকে ঘর পবিত্র হয়ে গেলো এবং পুরো পরিবার দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো।

তেরা শোকর মওলা দিয়া মাদানী মা'হোল
না চুটে কাভী ভি খোদা মাদানী মা'হোল
সালামত রাহে ইয়া খোদা মাদানী মা'হোল
বাঁচে বদ নযর সে সদা মাদানী মা'হোল

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬০২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

মাদানী চ্যানেল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই "মাদানী বাহার" সম্ভবত ঐ সময়ের, যখন ইসলামী বিশ্বের শতভাগ শরয়ী চ্যানেল অর্থাৎ "মাদানী চ্যানেল" চালু হয়নি। টিভির অনৈসলামিক অনুষ্ঠান যেমন; সিনেমা, নাটক, গান বাজনা, নারীদেহ প্রদর্শন, সঙ্গীতের সূর, মহিলা ও সঙ্গীত সম্বলিত সংবাদ তাছাড়া অনৈতিক অনুষ্ঠান সমূহে আমি না পূর্বে সন্তুষ্ট ছিলাম না এখন সন্তুষ্ট, প্রত্যেক সুবিবেচক মুসলমানই এটা জানে যে, আমাদের সামাজিক অবক্ষয়ে টিভির অনেক ভূমিকা রয়েছে! দা'ওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লিগগণ টিভির ধ্বংসালীলার বিরুদ্ধে ভালোই কার্যক্রম চালিয়েছে, এই প্রচেষ্টার কিছু না কিছু সাফল্যও অবশ্য এসেছে, যার একটি প্রমাণ হলো এই মাদানী বাহার, কিন্তু বর্তমান যুগে প্রতিহাজারে হয়তো নয়শত নিরানব্বই (৯৯৯) জন

www.dawateislami.net

মুসলমান টিভির প্রেমিক হয়ে গেছে আর সিংহভাগ লোকই দুনিয়া ও আখিরাতের ভালো-মন্দের তোয়াক্কা না করে টিভির শরীয়াত বিবর্জিত ও আদর্শ বর্হিভূত অনুষ্ঠানমালা দেখাতে বিভোর রয়েছে। টিভি দেখাতে তাদের পাগলের মতো আকর্ষণের কারণে শয়তান তাদের আচরণের পাশাপাশি ইসলামী মুল্যবোধের উপরও আক্রমন করছে। ইবলিশের অপকৌশলে ইসলামেরই পোষাকধারী কিছু লোক ইসলামকে মডার্ন রূপে উপস্থাপন করার ঘৃণ্য অপচেষ্টা চালাচ্ছে, ইসলামের প্রকৃত রূপ মুসলমানদের হৃদয় থেকে মুছে দেয়া হচ্ছে। এমতাবস্থায় যদি আমরা মসজিদ ইত্যাদিতে টিভির ধ্বংসলীলা বয়ানও করি তবে শ্রোতার সংখ্যাই বা আর কত হয়? কেননা হয়তো সর্বোচ্চ শতকরা ৫জন মুসলমান নামায পড়ছে, এর মধ্যেও দু'একজন ধর্মীয় বয়ান শুনার আগ্রহী হয়ে থাকে, তাছাড়া ইসলামী বোনদেরকে মসজিদের বয়ান কে শুনাবে? যদি পুস্তিকা ছাপানো হয়, তবে দ্বীনি অধ্যয়নকারীর সংখ্যা হতাশাজনক ভাবেই কম! এমন নাজুক পরিস্থিতিতে এই বিষয়টি প্রবলভাবে অনুধাবন হলো যে, মুসলমানদের এই সংশোধনের কর্মপরিধি যদি শুধু মসজিদ ও ইজতিমায় সীমাবদ্ধ রাখা হয় তবে উম্মতের অধিকাংশের নিকট আমাদের বেদনাভরা মাদানী বার্তাই পৌঁছানো সম্ভব হবে না। আর তাগুতী (খোদাদ্রোহী) শক্তি একতরফাভাবে তাদের বিভিন্ন চ্যানেলের মাধ্যমে মুসলমানকে পথভ্রষ্ট করতে থাকবে। প্রবল ধারণা এটাই যে, মুসলমানের ঘর থেকে এখন আর টিভি বের করা শুধু কঠিন নয়, প্রায় অসম্ভবও, ব্যস এখন একটি উপায়ই দেখা যাচ্ছে আর তা হলো যে, যেভাবে নদীতে বন্যা আসলে, তবে তার দিক ক্ষেতের দিকে ফিরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়, যাতে ক্ষেতও পানি পায়

www.dawateislami.net

আর এলাকাবাসীকেও ক্ষতি থেকে বাঁচানো যায়, অনুরূপভাবে টিভির মাধ্যমে আসা চরিত্রহীনতার বন্যাকে প্রতিহত করার চেষ্টায় টিভির মাধ্যমেই মুসলমানের ঘরে প্রবেশ করতে হবে এবং তাদের অলসতার নিদ্রা থেকে জাগ্রত করতে হবে। আর গুনাহ ও পথভ্রষ্টতার বন্যার ব্যাপারে তাদের সাবধান করতে হবে। অতএব যখন জানা গেলো, আমাদের টিভি চ্যানেল খুলে সিনেমা, নাটক, গান বাজনা, সঙ্গীতের সুর ও নারী প্রদর্শনী থেকে বিরত হয়ে শতভাগ ইসলামী বিষয়বস্তু প্রদান করা সম্ভব, তখন اَلْحَمْدُ لِلّٰه দা'ওয়াতে ইসলামীর মারকাযী মজলিশে শূরা অনেক সংগ্রাম করে রমযানুল মোবারক ১৪২৯ হিজরী অনুযায়ী ২০০৮ সালে মাদানী চ্যানেল এর মাধ্যমে নেকী ও ঘরে ঘরে সুন্নাতের মাদানী বার্তা পৌঁছানো শুরু করে দিলো এবং দেখতে দেখতেই ইউরোপসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে টিভিতে মাদানী চ্যানেল প্রদর্শিত হতে থাকে আর এই পর্যন্ত বিশ্বের প্রায় ১৫০টি দেশে মাদানী চ্যানেল প্রবেশ করেছে আর এভাবে দেড়শ'য়ের মতো দেশে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী বার্তা পৌঁছে গেছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এর আশ্চর্যজনক মাদানী সুফল আসতে শুরু করেছে। নিঃসন্দেহে এর এই বরকতের কথা তো শিশুরাও বুঝতে পারছে যে, যতক্ষণ মাদানী চ্যানেল ঘরে বা অফিসে অন থাকবে, অন্ততঃপক্ষে ততক্ষণ পর্যন্ত তো মুসলমান অন্য গুনাহভরা চ্যানেল থেকে বিরত থাকবে! اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাদানী চ্যানেল শতভাগ ইসলামী চ্যানেল, এতে না আছে মিউজিক, না আছে নারী প্রদর্শনী। এতে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনও দেয়া হয়না, اَلْحَمْدُ لِلّٰه এর খরচ মুসলমানদের দান-অনুদান (DONATION) দ্বারা বহন করা হয়। মাদানী চ্যানেলে কি আছে? এতে আছে ফয়যানে কুরআন, ফয়যানে হাদীস, ফয়যানে আম্বিয়া, ফয়যানে

www.dawateislami.net

সাহাবা এবং ফয়যানে আউলিয়ার উপর জ্ঞানগর্ভ হৃদয়কাড়া অনুষ্ঠানমালা, এতে আছে তিলাওয়াত, নাত, মানকাবাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী খবর আর মাদানী চিত্র, দোয়া ও মুনাজাতের হৃদয় গলানো এবং ইশ্‌কে রাসূলে কান্না করা ও কান্না করানো এবং আবেগঘন ভাবগাম্ভির্যপূর্ণ দৃশ্যাবলী, দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত, রূহানী চিকিৎসা, সুন্নাতে ভরা মাদানী ফুল এবং উত্তম আখিরাত বানানোর মাদানী বাহার সমূহ। এতে সুন্নাতে ভরা ইজতিমা, মাদানী মুযাকারা, মাদানী মুকালামা, সকালবেলা "খু'লে আঁখ সাল্লে আলা কেহতে কেহতে" ইত্যাদি অসংখ্য অনুষ্ঠানমালা সরাসরিও (LIVE) সম্প্রচারিত হয়ে থাকে। মোটকথা মাদানী চ্যানেল এমন এক চ্যানেল, যার মাধ্যমে মানুষ ঘরে বসেই মোটামুটি ভালোই ইলমে দ্বীন শিখতে পারে! মাদানী চ্যানেল এর মাদানী বাহারের কথা কি বলবো! اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাদানী চ্যানেল দেখে অনেক অমুসলিমের ঈমানের দৌলত নসীব হয়েছে, তাছাড়া জানিনা কতো "বেনামাযী" নামাযী হয়ে গেছে, অসংখ্য লোক গুনাহ থেকে তাওবা করে সুন্নাতে ভরা জীবন গড়া শুরু করে দিয়েছে। একটি মাদানী বাহার লক্ষ্য করুন।

যখন আমার মাদানী চ্যানেল দেখার সৌভাগ্য হলো

সরদারাবাদের (ফয়সালাবাদ, পাঞ্জাব) এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারমর্ম হলো: দা'ওয়াতে ইসলামীর সুন্নাতে ভরা দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ততার পূর্বে আমি একজন ভবঘুরে ও ঝগড়াটে যুবক ছিলাম, চরিত্র এতোই খারাপ ছিলো যে, কুদৃষ্টি দেয়াতে কোন লজ্জাবোধই ছিলো না, কাউকে সালাম করার অভ্যাস ছিলো না, না ছিলো কাউকে সম্মান করার মানসিকতা, মোটকথা সুন্নাতের পথ থেকে দূরে গুনাহের আবর্জনায়

www.dawateislami.net

নিমজ্জিত ছিলাম। অবশেষে রহমতপূর্ণ বাতাস আমার আঙ্গিনার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলো, হলো কি! সৌভাগ্যক্রমে একবার আমার মাদানী চ্যানেল দেখার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, আল্লাহর শান দেখুন, আমার মতো গুনাহে নিমজ্জিত মানুষের তা এমন ভালো লাগলো যে, আমি প্রতিদিন এর বিভিন্ন মাদানী অনুষ্ঠান দেখতে শুরু করলাম। মাদানী চ্যানেল দেখার সর্বপ্রথম বরকত এভাবে প্রকাশ পেলো যে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি নামায পড়ার জন্য মসজিদে যেতে লাগলাম। সেখানে একদিন আমার এক আশিকে রাসূল, সুন্নাতের অনুসারী, দা'ওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লিগের সাথে সাক্ষাত হলো, তাঁর সাথে সাক্ষাত করে আমার মনে খুবই প্রশান্তি অনুভব হলো। সেই ইসলামী ভাই একদিন আমার দোকানে চলে এলেন আর তিনি আমাকে নেকীর দাওয়াত প্রদান করলেন। সেই "নেকীর দাওয়াত" এর ওসীলায় আমি জীবনে প্রথমবার দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করলাম। সেখানে হওয়া তিলাওয়াত, নাত শরীফ, সুন্নাতে ভরা বয়ান, আল্লাহর যিকিরের আওয়াজ শুনে আমার খুবই ভালো লাগলো, ইজতিমার শেষে হওয়া ভাবগাম্ভির্যময় দোয়া তো আমার এতোই ভালো লাগলো যে, আমার দা'ওয়াতে ইসলামীতে মন বসে গেলো, এখন আমার অবস্থা এমন হয়ে গেলো যে, যেখানেই সবুজ পাগড়ী ও সাদা পোশাক পরিহিত আশিকানে রাসূল দেখি, আমার চক্ষু শীতল হয়ে যায়। অতঃপর দ্বীনি পরিবেশের বরকতে اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি চেহারায় রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালসাবার নিদর্শন দাঁড়ি শরীফও সাজিয়ে নিলাম। আল্লাহ পাকের রহমতে রমযানুল মোবারকে (১৪৩০হিঃ) দা'ওয়াতে ইসলামীর অধিনে ৩০দিনের সম্মিলিত ইতিকাফ করার সৌভাগ্য অর্জন করি। আমার দুই ভাতিজাকে

www.dawateislami.net

মাদরাসাতুল মদীনায় কুরআন হিফয করার জন্য ভর্তি করিয়ে দিয়েছি, আমি আমার দোকানে ফয়যানে সুন্নাত এর দরসও শুরু করে দিয়েছি। আল্লাহ পাক দা'ওয়াতে ইসলামীকে উত্তরোত্তর সাফল্য দান করুন, যারা এমন সুন্দর "মাদানী চ্যানেল" খুলেছে যে, আমার মতো গুনাহের পুতুলের সংশোধনের মাধ্যম হলো। আমার ছোট ছোট বাচ্চারা "মাদানী চ্যানেল" দেখার বরকতে হয়তো এতোটুকু জ্ঞানার্জন করেছে, যা আমার এই বয়সে এসে অর্জিত হয়েছে। "বাহ! কি অপরূপ মাদানী চ্যানেল।"

মাদানী চ্যানেল সুন্নাতোঁ কি লায়েগা ঘর ঘর বাহার
মাদানী চ্যানেল সে হামে কিউঁ ওয়ালেহানা হো না পেয়ার
মাদানী চ্যানেল কি মুহিম হে নফস ও শয়তাঁ কে খেলাফ
জু ভি দেখেগা করেগা اِنْ شَآءَ الله **এ'তেরাফ**
রাহে সুন্নাত পর চালা কর সব কো জান্নাত কি তরফ
লে চলে ব্যস এক এহিহে মাদানী চ্যানেল কা হাদফ

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২০৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বনী ইসরাঈলের ধ্বংসের কারণ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: বনী ইসরাঈলে সর্বপ্রথম (দ্বীনে) যেই ক্ষতি আসে তা হলো: এক ব্যক্তি অপরের সাথে সাক্ষাত করতো আর (কোন গুনাহ দেখে) তাকে বলতো: আল্লাহ পাককে ভয় করো ও এমন করো না, কেননা এটা তোমার জন্য হালাল নয়। পরদিন তাকে একই গুনাহ করতে দেখার পরও তার সাথে নিজের সম্পর্ক, পানাহার এবং

www.dawateislami.net

উঠাবসার কারণে নিষেধ করতো না, যখন (সাধারণভাবে) তারা এরূপ করলো, তখন আল্লাহ পাক তাদের অন্তরকে পরস্পরের সাথে মিলিয়ে দিলেন (অর্থাৎ অবাধ্যদের কারণে অনুগতদের অন্তরও একই রকম হয়ে গেলো), অতঃপর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সমর্থনে কুরআনে করীমের এই আয়াতটি পাঠ করলেন:

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْۢ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿۷۸﴾ كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿۷۹﴾

(পারা ৬, সূরা মায়েদা, আয়াত ৭৮-৭৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অভিশপ্ত হয়েছিলো ঐ সব লোক, যারা কুফরী করেছিলো, বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে, দাউদ এবং মারয়াম-তনয় ঈসার ভাষায়। এটা পরিণাম তাদের অবাধ্যতা ও সীমালংঘনের। যারা অন্যায় কাজ করতো, পরস্পরের মধ্যে একে অপরকে বারণ করতো না। তারা নিশ্চয়ই অত্যন্ত নিকৃষ্ট কাজ করতো।

অতঃপর রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাকের শপথ! তোমরা অবশ্যই নেকীর আদেশ দিতে থাকবে ও গুনাহ থেকে নিষেধ করতে থাকবে আর অত্যাচারীকে বাধা দিতে থাকবে ও তাকে সত্যের দিকে নিয়ে আসতে থাকবে অন্যথায় আল্লাহ পাক তোমাদের অন্তরকেও মিলিয়ে (অর্থাৎ অবাধ্যদের কারণে তাদের মতো) দেবেন এবং তোমাদের উপরও অভিশাপ দিবেন, যেমন তাদের উপর অভিশাপ দিয়েছেন। (আস সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, ১/১৫৯, হাদীস: ২০১৯৬। আবু দাউদ, ৪/১৬২ ও ১৬৩, হাদীস: ৪৩৩৬ ও ৪৩৩৭)

www.dawateislami.net

বর্ণিত হাদীস পাকের আলোকে "মিরআতুল মানাজীহ" কিতাবে রয়েছে: প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজ উম্মতের অভিভাবকত্ব ও ওলামাদেরকে সতর্ক করলেন যে, তোমাদের এই কর্মকান্ড থেকে বাঁচতে হবে। আর গুনাহ সম্পাদনকারীদের হাত আটকাতে হবে, মুনাফেকি ও মধ্যস্থতা (অসৎকাজ বন্ধ করার ক্ষমতা থাকার পরও নির্লজ্জতা, লোভ বা পক্ষপাতিত্বের কারণে চুপ থাকার) পরিবর্তে ঈমানি চেতনা প্রদর্শন করবে এবং اَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ দ্বারা নিজের দায়িত্ব পালন করবে, অত্যাচারির হাত বেধে দিয়ে তাকে সত্যের পথে আনতে হবে, অন্যথায় তোমরাও বনী ইসরাঈলের ন্যায় অভিশাপের অধিকারী হয়ে যাবে।

(মিরআতুল মানাজীহ, ৬/৫১৩)

ইয়া খোদা! নেকীওঁ সে উলফত নেকীওঁ সে পেয়ার দে
জু করে বদীওঁ সে নফরত ওহ দিল এ্যয় গাফফার দে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দ্বীনের দু'টি অংশই নষ্ট করে দিলো

আমীরুল মুমিনীন, ইমামুল আদেলীন, মুতাম্মিমুল আরবাঈন হযরত ওমর ফারূকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর বরকতময় খেদমতে এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে আবেদন করলো: আমি দু'টি ছাড়া সকল ভালো কাজ করি। তিনি বললেন: সেই দু'টি কাজ কী? লোকটি বলল: ﴾১﴿ আমি কাউকে নেকীর আদেশ দিইনা ও ﴾২﴿ কাউকে অসৎকাজে বাধা দিইনা। তিনি বললেন: তুমি দ্বীনের দু'টি অংশ নষ্ট করে দিলে, এখন আল্লাহ পাক চাইলে তোমাকে ক্ষমা করে দিবেন বা আযাবে লিপ্ত করে দিবেন।

(আহকামুল কুরআন লিল জুসসাস, ২/৬১২)

www.dawateislami.net

আল্লাহ মে দেয়তা হি রাহো নেকী কি দাওয়াত
এ্যয়সা মুঝে জযবা দে পায়ে শাহে রিসালত

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বেচারা মুসলমান!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানতে পারলাম, নেকীর দাওয়াত দেয়া থেকে বিরত লোকেরা ও অপরকে অসৎকাজে নিষেধ না-করা লোকেরা অনেক বেশি ক্ষতিতে রয়েছে। আজ বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমানের যে অবস্থা তা কারো কাছে অজানা নয়, চারিদিকে আমল বিমুখতার ছড়াছড়ি, সাধারণত কেউ কাউকে গুনাহের কাজে বাধা দিতে প্রস্তুত নয়, মুসলমান আমলিভাবে অধঃপতনের গভীর খাদের দিকে দ্রুততার সহিত ধাবমান, পাক ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের অবস্থা হয়তো এখনো গণিমত, অন্যান্য ইসলামী রাষ্ট্রসমূহে গিয়ে দেখুন তো, মুসলমানদের অবস্থা দেখে রক্ত কান্না করলেও তা কম হবে।

সন্তানকে সুন্নাত শিখান, অন্যথায় আফসোস করবেন

اَلْحَمْدُ لِلّٰه রজবুল মুরাজ্জবে (১৪০৬ হিঃ) সাগে মদীনার عُفِيَ عَنْهُ (লিখক) কারবালায়ে মুয়াল্লা ও বাগদাদ শরীফ ইত্যাদি পবিত্রতম শহরে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য নসীব হয়, কিন্তু হায়! সেখানকার মুসলমানদের করুণ অবস্থা বর্ণনা করতে ভাষা ও কলম অক্ষম, তবুও কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করছি, যাতে আমরা আল্লাহ পাকের কহর ও গযবকে ভয় করি আর আল্লাহ পাক যেনো নেকীর দাওয়াত প্রসার করার জন্য প্রস্তুত করে দেন,

www.dawateislami.net

অন্যথায় আশ্চর্যের কি, আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম এমনভাবে ধ্বংস ও ধূলিস্যাত হয়ে যাবে যে, স্বয়ং ধ্বংস ও ধূলিস্যাতও তাদের ধ্বংস দেখে কেঁপে উঠবে! কেননা অবস্থাই এমন। বর্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সেগুলোর পরিবেশ, পিতামাতার শুধুই এই মনোভাব যে, বাচ্চারা লেখাপড়া করে যেনো পুরোপুরি মডার্ন হয়ে যায় এবং প্রচুর সম্পদ উপার্জন করে আনে, যদিও পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রেমিক সন্তান বড় হয়ে মা-বাবাকে পৃষ্ট প্রদর্শন করে নেয় বা বড় হওয়ার পূর্বেই যদি সন্তানকে মৃত্যু কেঁড়ে নেয় আর পিতামাতা তার উপার্জন ভোগ করার সোনালী স্বপ্ন লজ্জায় পর্যবসিত হতে দেখে শিখুন, তাছাড়া আমাদের এখানকার মিডিয়াগুলোও ইসলামের সোনালী রীতির উপর ধারাবাহিকভাবে আঘাত করেই যাচ্ছে, যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তবে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ধ্বংস থেকে বাঁচার বাহ্যিক কোন উপায় দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না।

এ্যয় খাছায়ে খাছানে রুসুল ওয়াক্তে দোয়া হে
উম্মত পে তেরী আ'কে আজব ওয়াক্ত পড়া হে
জু দ্বীন বড়ি শান সে নিকলা থা ওয়াতন সে
পরদেস মে ওহ আজ গরীবুল গুরাবা হে
ওহ দ্বীন হুয়ী বযমে জা'হাঁ জিস সে ফারোজাঁ
আব উস কি মাজালিস মে না বাত্তি না দিয়া হে
ডর হে কাহিঁ ইয়ে নাম ভী মিট জায়ে না আখির
মুদ্দত সে ইসে দাওরে যামাঁ মিট রাহা হে
ফরিয়াদ হে এ্যয় কিশতিয়ে উম্মত কে নিগাহবাঁ
বেড়া ইয়ে তাবাহি কে কারিব আ'ন লাগা হে

www.dawateislami.net

ইরাকের মুসলমানদের হৃদয়-বিদারক কাহিনী

এবার ইরাক শরীফের কয়েক দিনের সফরের ব্যাপারে এমন কিছু বিষয় বর্ণনা করছি, যা শুনে ইসলামপ্রিয় মানুষের হৃদয় চুর্ণবিচুর্ণ হয়ে যায়। অতএব আমরা তিনজন ইসলামী ভাই বাবুল মদীনার আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে আরোহন করি, বিমান উড্ডয়নে দুই ঘন্টা দেরী হলো, আকাশেই মাগরিবের সময় হয়ে গেলো, বিমানেই আযান দিয়ে আমরা তিনজন জামাআত সহকারে নামায আদায় করলাম, নামায শেষে যখন আমরা আমাদের আসনের দিকে আসছিলাম তখন ইরাকী যাত্রীরা আমাদেরকে অবাক দৃষ্টিতে দেখছিলো এবং নামায পড়ার কারণে দোয়ার কবুলিয়্যত ও বরকত দ্বারা ধন্য করছিলো, যেনো আমরা অনেক বড় কোন সাফল্য লাভ করে ফেলেছি! এতে আমাদের উপর এরূপ প্রভাব পড়লো যে, হয়তো এরা নামায পড়ে না, কিন্তু নামাযকে পছন্দ অবশ্যই করে আর ইরাক শরীফ গিয়েও মসজিদ শূণ্য দেখে এটাই অনুমান হলো যে, হয়তো হাজারো ইরাকী মুসলমানের মধ্যে দু'একজন মুসলমান নামায পড়ে!!

ইবাদতখানায় গান-বাজনা!

আমরা যখন রাজধানী বাগদাদ শরীফের আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবতরণ করে ইশার নামাযের জন্য এয়ারপোর্টেরই (Airport) একটি ইবাদতখানায় প্রবেশ করলাম, তখন আপনারা বিশ্বাস করুন বা না'ই করুন, সেই ইবাদতখানার ভেতর ছাদে স্পিকার লাগানো ছিলো আর রীতিমতো মিউজিক সহকারে গান বাজছিলো!! জী হ্যাঁ, সেই জায়গাটি নামাযের জন্যই নির্ধারিত ছিলো এবং এর বাইরে বড় বড় অক্ষরে লেখা

www.dawateislami.net

ছিলো: هٰذَا بَيۡتُ الله অর্থাৎ "এটি আল্লাহর ঘর।" আমরা হতবাক হয়ে গেলাম, আমরা বিদেশী মুসাফির ছিলাম, অন্তরে ঘৃণা করা ছাড়া আমরা আর কিইবা করতে পারতাম! এমতাবস্থায় অসৎকাজে বারণ করার ক্ষমতা যার নেই তার উচিৎ কমপক্ষে অন্তরে অবশ্যই খারাপ মনে করা। যেমনটি; হাদীসে পাকে রয়েছে: "যখন পৃথিবীতে গুনাহ করা হয় তখন যারা সেখানে উপস্থিত রয়েছে কিন্তু একে খারাপ মনে করে, তারা তাদেরই মতো যারা সেখানে উপস্থিত নেই আর যারা সেখানে উপস্থিত নেই কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট, তারা তাদেরই মতো, যারা সেখানে উপস্থিত রয়েছে।"

(সুনানে আবি দাউদ, ৪/১৬৬, হাদীস: ৪৩৪৫)

কিয়া তামাশা হে কেহ আব না'কা সোয়ারানে আরব
পেয়রভী করতে হে ইউরোপ কে হুদি খোয়ানো কি

কূফার জামে মসজিদে জুমা হয় না!

হায়! আফসোস, কূফার সেই জামে মসজিদ, যার সাথেই হযরত মওলায়ে কায়েনাত, আলিউল মুরতাদা, শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ وَجۡهَهُ الۡكَرِيۡم এর নূরানী মাযার শরীফ অবস্থিত। সেখানে যিয়ারতের জন্য আমরা জুমার নামাযের সময় উপস্থিত হলাম, যিয়ারতকারীদের প্রচন্ড ভীড় ছিলো। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম: এখানে কোন নামাযই পড়ানো হয় না, এমনকি জুমার নামাযও পড়ানো হয় না.....!!

সবাই দাঁড়ি মুন্ডানো

বাগদাদে মুয়াল্লায় আমরা এই বিষয়টি প্রবলভাবে অনুভব করলাম যে, এখানকার মুসলমানরা মুসলমানী রীতিনীতি সম্পর্কে একেবারেই ভূলে

www.dawateislami.net

গেছে, কেননা সাধারণত কোন স্থানীয় অধিবাসী দাঁড়ি রাখেই না, এমনকি ইমাম ও মুয়াজ্জিনরাও সবাই দাঁড়ি মুন্ডানো!! যেহেতু আমরা তিনজনই দাঁড়ি ও পাগড়ীওয়ালা ছিলাম, বাগদাদে মুয়াল্লার গলিতে যখন আমরা বের হতাম তখন লোকেরা আমাদের দিকে খুবই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতো আর কখনো কখনো তো এমনও হয়েছে যে, তারা আমাদেরকে ঘিরে আশ্চর্যজনক প্রশ্ন করা হতো: "هَلْ اَنْتُمْ مُسْلِمُوْن؟" অর্থাৎ তোমরা কি মুসলমান? যখন আমরা স্বীকার করতাম যে, "اَلْحَمْدُ لِلّٰه نَحْنُ مُسْلِمُوْن" অর্থাৎ "আল্লাহ পাকের জন্যই সকল প্রশংসা, আমরা মুসলমান" তখন তারা খুশি হয়ে চলে যেতো।

শাহাদাতের খুশিতে মহিলাদের নৃত্য

একবার "বাবুশ শায়খ" অর্থাৎ শাহানশাহে বাগদাদ হুযুর গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নূরানী মাযারের গলিতে একটি খুবই অহেতুক ও লজ্জাকর দৃশ্য ছিলো, প্রচন্ডভাবে তবলা বাজানো হচ্ছিলো, সানাই বাজছিলো আর অনেক লোকের ভীড় ছিলো এবং মাঝখানে বেপর্দা মহিলারা নাচছিলো, কিছু লোক একটি লাশ কাঁধে নিয়ে রেখেছিলো। এই দৃশ্য দেখে আমরা খুবই আশ্চর্য হলাম। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে, এখানে এমনই নিয়ম, যখন ইরাক ও ইরানের কোন মুসলমান চলমান যুদ্ধে (তখন যেই যুদ্ধ চলছিলো) শহীদ হয় তার আত্মীয় স্বজনেরা সেই শহীদের লাশকে হুযুর গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পবিত্র রওজায় হাজিরীর জন্য নিয়ে আসে আর সেই বীর পুরুষের "শাহাদাতের আনন্দে" তার বংশের মহিলারা এভাবে রাস্তায় নাচতে নাচতে জানাযার সাথে সাথে যায়!!

www.dawateislami.net

দরসে কুরআন আগর হাম নে না ভুলায়া হোতা
ইয়ে যামানা না যামানে নে দেখায়া হোতা

কুরতুবার জামে মসজিদে নামাযের নিষেধাজ্ঞা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইরাকী মুসলমানদের অবস্থা দেখে কলিজা ফেটে বের হয়ে আসে, হায়! সেখানে যদি এমন কোন মাদানী সংগঠন গড়ে উঠতো, যা নেকীর দাওয়াত প্রসার করবে ও আরো একবার সেখানে সুন্নাতের বাহার ছড়িয়ে পড়বে এবং মুসলমানদের তাদের হারানো সম্মান যেনো পুনরায় ফিরে আসে। কুরতুবায় বর্তমানে যেই জায়গায় জামে মসজিদ রয়েছে, সেখানে মূর্তিপূজার যুগে তাদের ধর্মশালা ছিলো। যখন স্পেনে খ্রীষ্টান ধর্ম বিস্তৃতি লাভ করে তখন তারা এই ধর্মশালা ধ্বংস করে এখানে গীর্জা নির্মাণ করে নিলো। যখন মুসলমানরা কুরতুবা জয় করলো, তখন সন্ধির শর্তানুযায়ী গীর্জাকে দু'টি অংশে ভাগ করা হলো, একটি অংশকে মুসলমানরা যথারীতি "গীর্জা" হিসাবে অবশিষ্ট রাখলো আর অপর অংশকে "মসজিদ" বানিয়ে দিলো। কিন্তু যখন কুরতুবা মুসলমানদের রাজধানী (Capital) হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করলো ও সেখানকার জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেলো, তখন মসজিদের অংশটি নামাযীদের জন্য ছোট হয়ে গেলো, এক পর্যায়ে যখন আব্দুর রহমান আদদাখিলের শাসনামল এলো তখন তাঁরা কুরতুবা জামে মসজিদকে সম্প্রসারণের প্রশ্ন জাগলো, গীর্জাকে মসজিদে অন্তর্ভূক্ত না করে মসজিদ সম্প্রসারণ সম্ভব ছিলো না। তাই আব্দুর রহমান আদদাখিল খ্রীষ্টানদের থেকে জমি কিনে নিলেন। বিশাল ভূখন্ড অর্জনের পর তিনি কুরতুবা জামে মসজিদের নির্মাণ কাজ

www.dawateislami.net

নতুনভাবে শুরু করেন, মসজিদের নকশা আজিমুশশান ছিলো। সেটিকে পরিপূর্ণ রূপদান করার জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু আব্দুর রহমান আদদাখিল নির্মাণ কাজ শুরু হওয়ার দুই বছর পরই (১৭২ হিঃ) মৃত্যুবরণ করেন, তাঁর পর তাঁর পুত্র হাশশাম নির্মাণ কাজ অব্যাহত রাখেন। পরবর্তীতে উমাইয়া খলিফাগণ এই মসজিদ আরো সম্প্রসারণ করতে থাকেন, এক পর্যায়ে আনুমানিক ৩৯২ হিঃ অনুযায়ী ১০০২ সালে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। এভাবে কুরতুবার ঐতিহাসিক জামে মসজিদের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হতে প্রায় দুই শত বছর সময় লেগেছে। কুরতুবার আজিমুশশান বিশ্ববিখ্যাত জামে মসজিদটি যদিও ঐতিহাসিক হিসেবে এখানো অবশিষ্ট রাখা হয়েছে, কিন্তু শতকোটি আফসোস! মুসলমানদের অপকর্মের কারণে সেখানে নামায পড়ার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। অবশ্য পর্যটকরা (Tourist) শুধু পরিদর্শনের জন্য আসতে পারে।

১৮ বছরের কম বয়সীদের জন্য মসজিদে প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আফসোস! আমাদের গুনাহের ভয়াবহতা বৃদ্ধি পাচ্ছেই, পৃথিবীর এমন একটি দেশ, যেখানে মুসলমানের সংখ্যা ৯০ শতাংশ বলা হয়, সেখানে বেআমলীর এমন বিভীষিকাময় বন্যা এসে গেছে যে, রজবুল মুরাজ্জব ১৪৩২হিঃ, জুন ২০১১ সালের একটি সংবাদপত্রের প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়সী যুবকদের জন্য মসজিদে নামায পড়া আইনী ভাবে নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে !!!

আহ! ইসলাম তেরে চাহনে ওয়ালে না রাহে
জিন কা তু চান্দ থা আফসোস ওহ হালে না রাহে

www.dawateislami.net

মসজিদের অস্তিত্ব বিলীন করে দেয়া হচ্ছে!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আফসোস! নামাযের প্রতি আমাদের দূরত্বের কারণে মসজিদ শূন্য দেখে ও আমাদেরকে আল্লাহ পাকের ইবাদতের প্রতি উদাসীন পেয়ে ইসলামের শত্রুরা পূর্ণ নোংরামিতে এসে গেছে আর আমাদেরকে ইসলামী রীতিনীতি থেকে দূর করার নিত্য নতুন চক্রান্ত করছে। তারা চায় না, আমরা নামায পড়ি ও আমলদার থাকি, তাই আমাদের দ্বীনি কেন্দ্র অর্থাৎ মসজিদকে তাদের লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছে আর আমরা দুনিয়ার ধন সম্পদ অর্জন করা থেকে অবসরই পাইনা! কিছু আত্মহননকারী সংবাদ শুনুন আর যদি অন্তর জীবিত থাকে তবে দুঃখে মাথায় হাত দিন: ❁ একটি দেশে অমুসলিমরা ১৫৭টি মসজিদে তালা লাগিয়ে দিয়েছে এবং মসজিদকে ব্যবসা ও থাকার উদ্দেশ্যে অমুসলিমদের নিকট সমর্পন করে দেয়া হয়েছে। ❁ সরকারি তহবিলের বাহানা দেখিয়ে ৩২৪টি মসজিদ মুসল্লিদের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ❁ একটি দেশের কোন এক শহরে ৯২টি মসজিদ বাসস্থান ও গৃহপালিত পশুর ভাগাড়ে পরিণত করে দেয়া হয়েছে। ❁ অনুরূপ একটি দেশের একটি প্রদেশে মসজিদে অবৈধ হস্তক্ষেপ করে তাতে তাদের ভ্রান্ত উপাস্যদের মূর্তি রাখা হয়েছে। ❁ অনুরূপভাবে একটি পত্রিকায় সংবাদ ছাপানো হয়েছে যে, এক দেশের একটি শহরে তুর্কী মুসলমানদের একটি মসজিদে আগুন লাগিয়ে শহীদ করে দেয়া হয়েছে। ❁ কোন দেশের এক মুফতী সাহেব বলেছেন: "কমিউনিষ্ট আন্দোলন" এর পূর্বে আমাদের দেশে ১২০০টি মসজিদ বিদ্যমান ছিলো, যার মধ্যে অধিকাংশই অমুসলিমদের ধর্মশালা, দোকান ও যাদুঘরে রূপান্তরিত করে দেয়া হয়েছে।

www.dawateislami.net

‘মসজিদ ভরো কার্যক্রম’ চালান!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মসজিদ সমূহের শূন্যতায় অন্তর জ্বালান, জোরেশোরে “মসজিদ ভরো কার্যক্রম” চালান এবং এক একজন বেনামাযীর উপর একক প্রচেষ্টা করে তাদের নামাযী বানান আর এভাবে নিজেদের মসজিদের নিরাপত্তার বিধান করুন, কেননা যে জায়গা তার অবস্থানকারীদের মাধ্যমে পূর্ণ থাকে, তাতে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারেনা, অন্যথায় খালি জায়গায় যে কেউ হস্তক্ষেপ চালাতে পারে। যেমন ফার্সী ভাষায় একটি প্রবাদ হলো: خانہ خالی را دیو می گیرد অর্থাৎ “খালি ঘরে জ্বীন ভুত কবযা করে নেয়।” যাইহোক যেই মসজিদ নামাযীদের দ্বারা পূর্ণ হবে, তার দিকে ঘৃণ্য উদ্দেশ্যে চোখ তুলে তাকানোর পূর্বে ইসলামের শত্রুরা ৪২০বার ভাববে। এখানে একটি মাসআলা মনে গেঁথে নিন, যেই জায়গায় একবার শরীয়াত সম্মতভাবে মসজিদ হয়ে গেছে, এখন তা কিয়ামত পর্যন্ত মসজিদই থাকবে। تَحتَ الثَّرٰی অর্থাৎ সাত জমিনের নিচে থেকে শুরু করে আরশে মুয়াল্লা যা কিনা সাত আসমানেরও উপরে পর্যন্ত এর সম্পূর্ণ শূন্যস্থানও মসজিদ। এখন مَعَاذَ الله যদি এর উপর সড়ক নির্মিত হোক বা মার্কেট বানিয়ে দেয়া হোক, সেই জায়গাটি কিয়ামত পর্যন্ত মসজিদেরই হুকুমে থাকবে এবং এর সম্মানও বহাল থাকবে। যেমনটি; আমার প্রিয় আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَیۡہِ “তানবিরুল আবছার” ও “দুররে মুখতার” এর বরাত দিয়ে উদ্ধৃত করেন: وَلَوۡ خَرِبَ مَا حَوۡلَهٗ وَاسۡتُغۡنِیَ عَنۡهُ یَبۡقٰی مَسۡجِدًا عِنۡدَ الۡاِمَامِ وَ الثَّانِیۡ اَبَدًا اِلٰی قِیَامِ السَّاعَةِ وَ بِهٖ یُفۡتٰی আর যদি এর (মসজিদের)

www.dawateislami.net

আশপাশ বিলীন হয়ে যায় এবং এর প্রয়োজন না থাকে তবুও মসজিদ অবশিষ্ট থাকবে, ইমাম সাহেব (অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফা) এবং ইমামে সানি (অর্থাৎ ইমাম আবু ইউসুফ) এর মতে সর্বদা কিয়ামত পর্যন্ত এবং এটির উপর ফতোয়া নির্ধারিত। (তানবীরুল আবছার ও দুররে মুখতার, ৬/৫৫০। ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ৯/৪৭১) ওয়াকারুল মিল্লাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ ওয়াকার উদ্দীন কাদেরী রযবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "যেই জায়গায় একবার মসজিদ হয়ে যায়, তা এভাবেই কিয়ামত পর্যন্ত মসজিদ হয়ে যায়। উপরে আরশ পর্যন্ত ও নিচে تَحتَ الثَّرٰی পর্যন্ত মসজিদ, এ থেকে এক ইঞ্চি জায়গাও কমানো যাবে না।" (ওয়াকারুল ফাতাওয়া, ২/২৯৭)

কর মসজিদে আ'বাদ তেরী কবর হো আ'বাদ
ফেরদাউস আ'তা করকে খোদা তুঝ কো করে শাদ

اٰمین بِجاہِ خاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

একক প্রচেষ্টার বরকত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه দা'ওয়াতে ইসলামী মসজিদ পূর্ণ করে, আপনিও মসজিদ পূর্ণ করে নিজের দুঃখ-ভারাক্রান্ত অন্তরকে আনন্দমুখর করে তুলতে, পাঁচ ওয়াক্ত মসজিদে উপস্থিত হয়ে নিজের প্রতিপালককে স্মরণ করতে, ইশ্‌কে রাসূল দ্বারা নিজের অন্তরের উজাড় হওয়া বসতীকে পরিপূর্ণ করতে দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে সম্পৃক্ত থাকুন, অধিকহারে মাদানী কাফেলায় সুন্নাতে ভরা সফর করুন এবং "আমলের পর্যবেক্ষণ" করে প্রতিদিন নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করুন আর

www.dawateislami.net

প্রত্যেক ইংরেজী মাসের ১ম তারিখেই আপনার এলাকার দা'ওয়াতে ইসলামীর যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দিন। আসুন! আপনাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনার জন্য একটি মাদানী বাহার শুনাই: বাবুল মদীনার (করাচী) এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারাংশ হলো: আমি গুনাহের সাগরে নিমজ্জিত হয়ে আমার জীবনের "অমূল্য হীরা" উদাসীনতায় পর্যবসিত করছিলাম, গভীর রাত পর্যন্ত বন্ধুদের সাথে গল্পগুজবে লিপ্ত থাকা আমার অভ্যাস ছিলো। ১৮ রমযানুল মোবারক ১৪২৯ হিঃ অনুযায়ী ১৯ ডিসেম্বর ২০০৮ সালে স্বভাবত আমরা বন্ধুরা মিলে হাসিঠাট্টায় লিপ্ত ছিলাম আর এই কারণে বৈঠক থেকে অট্টহাসির ফোয়ারা বইছিলো, এমন সময় দা'ওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত এক আশিকে রাসূল আমাদের নিকট আসলো, সে সালাম করলো এবং বসে গেলো, তাঁর আগমনে আমাদের আড্ডায় কিছুটা নিরবতা এসে গেলো, সে আমাদেরকে খুবই উন্নত মাদানী ফুল দ্বারা সমৃদ্ধ করলো, তাঁর সুন্দর ভাষা এবং মাদানী ধরনে আমরা এতই প্রশান্তি লাভ করলাম যে, আমরা তাঁর মিষ্টি কথায় কাবু হয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ পর যখন চলে যাচ্ছিলেন, তখন আমরা আবেদন করলাম: ভাই! আরো কিছুক্ষণ বসুন! আর আমাদের ভালো ভালো কথা শুনান, নেকীর দাওয়াতের প্রেরণা পোষনকারী ইসলামী ভাই আমাদের আবেদন গ্রহণ করলো। কথাবার্তায় আখিরাতের চিন্তা ও উম্মতের সংশোধনের বিষয়টিও আলোচিত হয়, সেই আশিকে রাসূলের প্রভাবময় একক প্রচেষ্টা আমাদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করলো। পরবর্তি রাতে আমরা পুনরায় সেই জায়গায় বসে সেই ইসলামী ভাইয়ের অপেক্ষায় ছিলাম, আশানুরূপ সেও আসলো এবং আমাদেরকে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা যাওয়ার

www.dawateislami.net

দাওয়াত দিলো, তাঁর আচার-আচরণ ও কথাবার্তা দেখে অন্তত আমি তো অস্বীকারই করতে পারলাম না এবং তাঁর সাথে ফয়যানে মদীনার পবিত্র পরিবেশে চলে গেলাম। খোদাভীতি ও ইশ্‌কে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রেরণা অন্তরে জাগ্রতকারী হৃদয় মাতানো দ্বীনি পরিবেশ আমার অন্তরে মাদানী পরিবর্তন সাধিত করে দিলো এবং এভাবেই সেই আশিকে রাসূলের "একক প্রচেষ্টা" এর বরকতে আমার দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশ নসীব হয়ে গেলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মুহাদ্দিসে আযমের একক প্রচেষ্টা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! একক প্রচেষ্টার কিরূপ মহান সুফল রয়েছে! সাগে মদীনা عُفِيَ عَنْهُ (লিখক) এর নিজস্ব অভিজ্ঞতা হলো: সম্মিলিতভাবে হওয়া বয়ান প্রায় শুনার পরও যাদের মধ্যে পরিবর্তন আসে না, সামান্য একক প্রচেষ্টা তাদের পরিবর্তন করে দেয়। নেকীর দাওয়াতের দ্বীনি কাজে একক প্রচেষ্টার একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা রয়েছে। আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام দ্বীনের তবলীগের জন্য যেমন সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করেছেন তেমনি একক প্রচেষ্টাও করেছেন এবং এক একজনের কাছে গিয়ে গিয়েও তাদেরকে ইসলামের বার্তা দিয়েছেন। বুযুর্গানে দ্বীনরাও رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن নেকীর দাওয়াতের জন্য অনেক একক প্রচেষ্টা করেছেন। যেমনটি; মুহাদ্দিসে আযম, আল্লামা মাওলানা সরদার আহমদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه মদীনাতুল আউলিয়া মুলতান শরীফে ছিলেন। সে সময় তিন যুবক তাঁর নিকট বাইয়াত হলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه তাদেরকে মসলাকে আহলে

www.dawateislami.net

সুন্নাতের উপর অটল থাকার, এর তবলীগ করার এবং নিয়মিত পাঞ্জেগানা নামায পড়ার প্রতি জোর দিলেন। অতঃপর তাদেরকে দাঁড়ি রাখার ও গোঁফ ছোট করার জন্য খুবই সুন্দরভাবে আদেশ দিলেন আর বললেন: যেভাবে বিতিরের নামাযকে ওয়াজিব মনে করো, তেমনিভাবে দাঁড়ি বৃদ্ধি করাকেও ওয়াজিব মনে করবে। এক মুষ্ঠি দাঁড়ি রাখা ওয়াজিব, এর বিপরীত করলে অর্থাৎ কম রাখলে গুনাহ ও আযাব হবে। হযরত মুহাদ্দিসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সুন্দর শিক্ষার সুগভীর প্রভাব তাদের উপর পড়লো, তারা সবাই দাঁড়ি রেখে দিলো। এখন তারা اَلْحَمْدُ لِلّٰه শরীয়তের অনুসারী এবং খুবই সম্মানের অধিকারী। (হায়াতে মুহাদ্দিসে আযম, ৮৯ পৃষ্ঠা)

সরকার কা আশিক ভি কিয়া দাঁড়ি মুন্ডাতা হে!
কিঁউ ইশক কা চেহরে সে ইযহার নেহী হুতা

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৩১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সাপ্তাহিক পুস্তিকা পাঠ

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমীরে আহলে সুন্নাত দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه/ খলীফায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত আলহাজ্ব আবু উসাইদ উবাইদ রযা মাদানী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي এর পক্ষ থেকে প্রতি সপ্তাহে একটি পুস্তিকা পাঠ করার উৎসাহ প্রদান করা হয়ে থাকে। مَاشَآءَ اللّٰه ! লাখো ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা এই পুস্তিকা পড়ে বা শুনে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه/ খলীফায়ে আমীরে আহলে সুন্নাতের দোয়ার ভাগিদার হয়ে থাকে। এই পুস্তিকাটি অডিওতে দাওয়াতে ইসলমীর ওয়েবসাইট www.dawateislami.net অথবা Read and listen Islamic book অ্যাপ্লিকেশন থেকে ফ্রিতে ডাউনলোড করা যাবে। সাওয়াবের নিয়্যতে নিজে পড়ুন এবং নিজের মরহুমদের ইসালে সাওয়াবের জন্য বন্টন করুন।

(সাপ্তাহিক পুস্তিকা অধ্যয়ন বিভাগ)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net